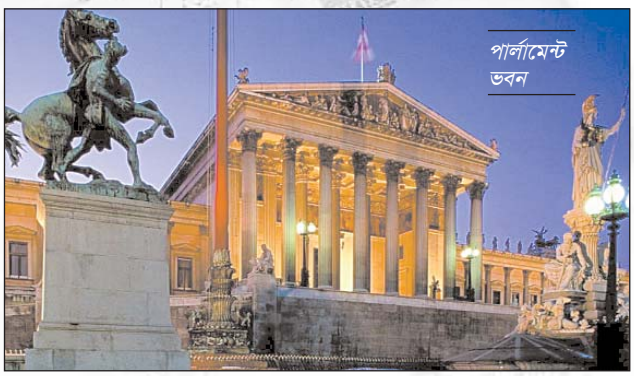
পার্লামেন্ট ভবন

ভি | য়ে | না

অস্ট্রিয়া উপাখ্যান

১৯১৮ সালের ১২ নবেম্বর অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রিয়া একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন রাষ্ট্রটি গঠিত হয় ভূতপূর্ব রাজতন্ত্রের আওতাধীন ফোরালবেয়ারগ, তিরাল, মালখবুর্গ, আপার অস্ট্রিয়া, লোয়ার অস্ট্রিয়া, ক্যারেনথিয়া এবং স্টিরিয়াকে নিয়ে। অস্ট্রিয়ার আয়তন ৮৩,৮৭০.৯৫ বর্গকিলোমিটার। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সীমান্তসংলগ্ন দেশগুলো হলো জার্মানি, চেক রিপাবলিক, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, ইটালি, স্লোভেনিয়া, লিখটেনস্টাইন এবং সুইজারল্যান্ড। ২০০১-এর আদমশুমারি অনুসারে বর্তমান অস্ট্রিয়ার জনসংখ্যা ৮০ লাখ ৩২ হাজার ৯২৫ জন। এ দেশে ৭ লাখ ১০ হাজার ৯২৬ জন বিদেশী নাগরিকও বসবাস করছে। অস্ট্রিয়ার মাথাপিছু আয় ২৭ হাজার ইউরো এবং বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলোর চাইতে অস্ট্রিয়ায় বেকারত্বের সংখ্যা সবচাইতে কম অর্থাৎ ৪.৫%। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা এ দেশের সবচাইতে বড় নগরী যার জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়ন। ১৯৪৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৮ জন প্রেসিডেন্ট এ দেশে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন এসপিরিও অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দল অস্ট্রিয়া থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বাকি দু'জন ভিপি অর্থাৎ অস্ট্রিয়ান পিপলস পার্টি থেকে। একই বছরগুলোতে চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেছেন ১০ জন। ১৯৪৫ সালের পর থেকে এ দেশে মন্ত্রিপরিষদ সীমাবদ্ধ ছিল ১০ জন পর্যন্ত। ২০০০ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রথমবারের মতো প্রথম একজন মহিলা রিজে পাসার এ দেশে সহকারী চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান চ্যান্সেলর ভোলফগাং সুসেলের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা যারা ২০০২ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। কেবল এবারই তাদের পক্ষ থেকে ১২ জন মন্ত্রী এবং ৬ জন সচিবকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অস্ট্রিয়া একটি ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদার দিক থেকে দেশটির রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব। ইতিপূর্বে জাতিসংঘের মহাসচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হবার মতো গৌরব রয়েছে অস্ট্রিয়ার। ড. কুর্ড ওয়ার্ল্ড হেইম যিনি এ দেশের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনিই এ সম্মানীত আসনটি অলংকৃত করেছিলেন। অস্ট্রিয়া থেকে এ পর্যন্ত ১৯ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত দানিয়ুব নদী অস্ট্রিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৩৫০ কিলোমিটার। এ দেশের সর্ববৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ গ্রোসগ্লোকনার, যার উচ্চতা ৩ হাজার ৭৯৮ মিটার। অবাক বিস্ময় হলো, ৫ অস্ট্রিয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। বর্ষ গণনায় ১৯৪৫ সালে অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় রিপাবলিক হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। ১৯৫৫ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় এবং ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগদান করে।

আলী মোহাম্মদ শাহেদ, ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

প্রবাসীদের জন্য
বিশেষ আকর্ষণ

বিশ্বের মানচিত্রে নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন প্রবাসী বাঙালি...। আমরা চাই তাদের কথা জানতে, জানাতে। আপনি হয়তো নিজেও কখনো ভাবেননি একদিন দূর প্রবাসের অধিবাসী হবেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। প্রবাসের জীবনে আপনার প্রেম, ভালোবাসা, প্রত্যাশা প্রাপ্তি, ঘৃণা, অভিমান, কষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, সাফল্য এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত যেকোনো অনুভূতি নিয়ে লিখে ফেলুন অসামান্য একটি গল্প...

সর্বোচ্চ শব্দসীমা ১০০০

আপনাদের লেখা নিয়েই তৈরি হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদ কাহিনী

নির্বাচিত ৫০টি গল্প নিয়ে প্রকাশিত হবে বিশেষ সংখ্যা

সেরা গল্পটি নিয়ে তৈরি হবে নাটক প্রচারিত হবে চ্যানেল আই-এ

নির্বাচিত গল্পগুলো নিয়ে প্রকাশিত হবে একটি বই

গল্প পাঠানোর শেষ তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৫

লিখে ফেলুন গল্প
আর পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায়

জীবনের গল্প
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল :info@shaptahik2000.com

লি | স | ব | ন

ছুটির ফাঁদে...

সামারের ছুটিতে পর্তুগালে ভ্রমণে যাব বলে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে হল্যান্ড-পর্তুগালের আসা-যাওয়ার টিকেট কিনে নিলাম। হল্যান্ড থেকে একদিন সকাল ৯টায় ট্রেনে উঠলে পরের দিন সকাল ১১টায় পর্তুগালের রাজধানী লিসবন এসে পৌঁছানো যাবে। ট্রেনের ট্রানজিট থাকবে ফ্রান্স এবং স্পেনে। বেলজিয়ামে কোনো ট্রানজিট থাকবে না। প্রথমে আমরা হল্যান্ডের রটরডাম স্টেশন থেকে আন্তর্জাতিক ট্রেন 'থালিস'-এ করে বেলজিয়াম হয়ে ৩ ঘণ্টা সময়ে প্যারিস নর্থ, তারপর স্টেশন পরিবর্তন করে মুন্থপ্রানাস থেকে ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ট্রেনে করে ৮ ঘণ্টায় স্পেনের ইরোন নামক স্টেশনে, শেষে ইরোন থেকে ট্রেনে করে ১২ ঘণ্টায় লিসবন এসে পৌঁছাতে পারবো বলে টিকেট কাউন্টার থেকে ভ্রমণের বর্ণনা বুঝিয়ে দিলো। ফ্রান্সে ট্রানজিট থাকবে ৩ ঘণ্টা। ভাবলাম ফ্রান্সও ঘোরা যাবে। ফিটফাট হয়ে ক্যামেরা, লাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সামারে ইউরোপের আমেজটুকু নেয়ার জন্যে। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে গেলাম লিসবন। ফ্রান্সের ট্রানজিটে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করেছি তবে ঐতিহ্যবহুল জায়গাগুলো সেদিন আর দেখা গেল না। তবে আমার কাছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড ফ্রান্সের চেয়ে স্পেন এবং পর্তুগাল ভালো লেগেছে বেশি। সেখানে দেখার মতো অনেকগুলো স্থান আছে। এ দেশটিতে প্রতি বছর প্রচুর ভিড় জন্মে। আটলান্টিক সাগরের সি-বিচগুলোতে মনের আনন্দে টুকরো কাপড় পরনে রেখে এশিয়ান কালার ধারণ করতে চায় ইউরোপিয়ান আবাল-বৃদ্ধ সবাই। বছর দুয়েক আগে পর্তুগালের কোস্টা কাপারিকা সি-বিচ থেকে হাঙ্গর দু'জন মানুষ খেয়ে ফেলেছে। তারপরও সেখানে যাওয়ার শেষ নেই। আমরা দু'জনেই ট্রেনের ভ্রমণসহ পর্তুগাল, ফ্রান্স এবং স্পেনের বিভিন্ন মজার মজার স্থানগুলো আমাদের ক্যামেরায় বন্দি করে নিলাম। পর্তুগালের একটা হোটেলে ছিলাম যে ক'দিন সেখানে অবস্থান করেছি। মনটা জুড়িয়ে গেল যেদিন দেখলাম পর্তুগালের এক্সপো নামক স্থানে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার সঙ্গে বাংলাদেশের পতাকাটাও ঝুলছে। প্রবাসীদের কাছে এসব দৃশ্য মূলত আনন্দের। বিশেষ করে বাংলাদেশীদের তত্ত্বাবধানে হয়েছে লিসবনের বেনিফারমেসো রোডের ১৯৯ নম্বর ৩ তলা বাড়িতে 'বাংলাদেশ মসজিদ'। অনেক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীসহ প্রচুর বাঙালির বসবাস লিসবনের মার্তিমোনিচ এলাকায়। সেখানকার বাঙালিরা অতিথিপরায়ণ। ভ্রমণ শেষে এবার ফেরার পালা। যথারীতি লিসবন থেকে স্পেনের ইরোন তারপর ফ্রান্সে এলাম। এখানকার রেস্টুরেন্টগুলো চমৎকার। ওয়েটারকে বললাম 'ডিলিশিয়াস ফুড' দাও। কিছুক্ষণ পরে ওয়েটার ৬ টুকরো ছোট ছোট ব্রেড এবং আমাদের 'ডিলিশিয়াস ফুড' নিয়ে এলো। সেটা ছিল চার খুঁটিবিশিষ্ট ট্রের মধ্যে বরফভর্তি বিভিন্ন প্রজাতির শামুকে ভরা মাঝখানে একটা বড় কাঁকড়া, সঙ্গে কিছু সেদ্ধ করা চিংড়ি মাছ। দেখেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। ক্ষুধায় দু'জনের পেটই চুঁইচুঁই করছে। আমি ওয়েটারকে ইঙ্গিত করে আরো চার টুকরো ব্রেড নিলাম আর কিছু চিংড়ি মাছ ঝটপট খেয়ে ক্ষুধা কিছুটা নিবারণ করলাম। সব ডিলিশিয়াস ফুডই রয়ে গেল। বন্ধুর অবস্থাও ছিল আমার মতো। ওয়েটার এসে বললো তোমরা এ ডিলিশিয়াস ফুড খেলে না! সে আফসোস করে ট্রেখানা উঠিয়ে বাইরের নির্দিষ্ট জায়গায় সব ফেলে দিল। ফ্রান্সের সে ডিলিশিয়াস ফুডের কথা কখনো ভোলা যাবে না।

Nurul Amin Majumder
Rua Das Cavielaros-55
1100-332-Lisbon, Portugal

প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের নকশা

টো | কি | ও

জাপানে শহীদ মিনার

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৭ জুন সংখ্যায় 'জাপানে স্থায়ী শহীদ মিনার স্থাপন ও প্রবাসীদের ভাবনা' শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় অসংখ্য প্রবাসী আমাদের ফোন ও E-mail করে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। জাপান ছাড়াও অন্যান্য দেশ থেকে প্রবাসীরা যোগাযোগ করছেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, শহীদ মিনার নির্মাণের বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, স্থান নির্বাচন বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে- আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু ঘোষণাই বাকি। প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে 'পরবাস' আয়োজিত বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে সাংবাদিক- লেখক ফোরাম, বৈশাখী মেলা কমিটি, চিবার আলোচনায় বিষয়টি গতিপ্রাপ্ত হয় ও প্রবাসী সবাই সম্মিলিতভাবে এ আয়োজনে শরিক হন এবং প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। দলমত নির্বিশেষে সবার একাত্মতাই এই সাফল্যের মূল ভিত্তি। কোনো দল, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, দূতাবাস এখানে এককভাবে কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।

যার যতটুকু অর্জন, তার ততটুকু পাওয়া উচিত। স্থপতি মাসুম ইকবাল শহীদ মিনার নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি, বৈশাখী মেলা কমিটি, ড. আলিমুজ্জামান, জাপানিজ ওসুমো ওৎসুবোর মতো অনেকে নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছেন। টোকিও সফরকালে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজেরও একটি ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে দূতাবাসকেও এগিয়ে আসতে হয়েছে। ভূমিকা আছে সাপ্তাহিক ২০০০ টোকিও প্রতিনিধি কাজী ইনসান, রাহমান মনি, জাপান ফরেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল হকসহ আরো অনেকের।

শহীদ মিনারটি নির্মিত হবে টোকিওর ইকিবুকেরো নিশিগুচি পার্কে। তোশিমা ওয়ার্ড কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে শহীদ মিনারের ডিজাইন তৈরি করেছেন। শহীদ মিনারটি যেখানে তৈরি হবে সেখনে একটি গাছ আছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে এ গাছটি অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হবে।

আগামী ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর করবেন। সে সময় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে এবং আগামী বছর বৈশাখী মেলার সময় উদ্বোধন করা হবে শহীদ মিনার।

টোকিও'র মতো ব্যস্ত এবং প্রায় অমূল্য জায়গায় শহীদ মিনারের জন্যে একটি জায়গা পাওয়া নিঃসন্দেহে বিশাল বড় ঘটনা।

এই বিশাল অর্জনের পেছনে যাদের অবদান, সেই জাপান প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি রইল সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রাণঢালা ভালোবাসা আর অভিনন্দন। বিশেষ দল বা মত নয়, সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০ অতীতে ছিল, এখনো আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

সি | ঙ্গা | পু | র

নিজেকে ছোট মনে হয়

সেদিন ছিল ১ মে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা লেবার ডে। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবার থাকায় বাঙালিদের মিলনমেলা অর্থাৎ সেরাঙ্গন যাই। উদ্দেশ্য ছিল পরিচিত বন্ধু বা পরিচিত আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

সন্ধ্যার আগে বকুল নামে আমার এক পূর্ব পরিচিত যাকে আমি মামা বলেও ডাকি। সে এসে জানালো কিছু ছেলে তার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করছে পাওনা টাকা চাওয়ায়। অর্থাৎ বকুলকে ঐ ছেলেদের একজন কন্ট্রাকে কাজ দেয়। কথা ছিল দৈনিক পঞ্চাশ ডলার হিসেবে দেবে। কিন্তু কাজ শেষে তাকে প্রতিদিনের জন্য দশ ডলার কম দিয়েছে। পুরো টাকা চাওয়ায়, কাজের সাইডে কিছু কথা কাটাকাটি হয়। তার জের হিসেবে সে আজ প্লাজায় অর্থাৎ সেরাঙ্গনে লোকজন নিয়ে এসেছে। আমিসহ আরো চার-পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব ঘটনাটি সমঝোতার জন্য চেষ্টা করলাম। আমরা বললাম- সামান্য ব্যাপারে প্রবাসের মাটিতে ঝগড়া-বিবাদে মন্দ দেখায়। তারা দলবলসহ ঐ সময় সেখান থেকে চলে গেল। আমিসহ সবাই 'বকুলকে আমাদের সঙ্গে ক্যান্টিনে যাবার আমন্ত্রণ জানালাম। উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাস্থল ত্যাগ এবং কিছু খাওয়ার। বকুল আমাদের জানালো সে কিছু মাছ, তরকারি কিনে রুমে চলে যাবে তাই যাবে না। আমরা বকুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন পুনরায় সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র মিনিমার্ট নামক স্থান থেকে ফিরলাম তখন আগের স্থানে লোকজন ছোটাছুটি করছে বিভিন্ন দিকে। জানলাম পুলিশ এসে একটি বাঙালি ছেলেকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে। উপস্থিত লোকজনের কাছে প্রশ্ন করতেই জানতে পারলাম, আগের ঘটনার জন্যই সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তারা বকুলকে এলোপাতাড়িভাবে ছুড়ি দিয়ে পেটে ও পিঠে আঘাত করেছে। আমরা বিভিন্ন দিকে বকুলের খোঁজে ছোটাছুটি করতে থাকলাম। কিন্তু কোথাও তাকে না পেয়ে তার ফোনেও চেষ্টা করে যোগাযোগ করতে পারলাম না। এর মিনিট পঁচিশ পরে আমার ফোনে একটি কল এলো। আমি রিসিভ করে জানতে পারলাম আমার এক মামা যে ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল, সে বকুলকে ট্যাক্সি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ট্যাক্সির ভেতরে প্রচুর রক্তক্ষরণের জন্য ট্যাক্সির ড্রাইভার ভাড়া পর্যন্ত নেয়নি। অন্য দেশের লোক হয়েও মানুষের প্রতি তাদের কি মানবিক দায়িত্ব। অথচ আমাদের ভাষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তা অভিন্ন হয়েও সামান্য কারণে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছি কতো নিচ হিসাবে।

তারপর সমস্ত রাতই আমরা হাসপাতালের আউটডোরে। পরের দিন বকুলের জ্ঞান ফিরলেও অতিরিক্ত রক্ষক্ষরণের জন্য কথা বলতে পারছিল না। তার নীরব চোখ দুটি থেকে বারবার অশ্রু বয়ে পড়ছিল।

আমরা কি পারি না, আমাদের দেশের পরিচয়টা বিদেশে সোনার বাংলার সোনার ছেলে হিসেবে দিতে? যে পরিচয় দিতে গিয়ে, সালাম, বরকত, রফিক বা বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান, নূর মোহাম্মদরা আজও আমাদের স্মৃতিতে চির ভাস্বর।

G.M. Jewel
Sanko, Singapore Pvt. Ltd.

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.
info@shaptahik2000.com

স্ট | ক | হো | ম

সংস্কৃতির সেতুবন্ধন

২৩ এপ্রিল স্টকহোমের ফিনল্যান্ড হাউসে অনুষ্ঠিত হলো সুইডিশ লেখক সংঘের বার্ষিক ভোজসভা। একই দিনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো লেখক সংঘের বার্ষিক নির্বাচন। এবার বিপুল ভোটে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কবি মাত্স সোদারলুন্দ। সুইডিশ লেখক সংঘ সরকার নিয়ন্ত্রিত না হলেও সুইডিশ সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়, সুইডিশ একাডেমি একে অপরের সম্পূরক হয়ে কাজ করে। বার্ষিক ভোজসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুইডিশ একাডেমির প্রতিনিধি হেলেনা বলেন, 'সুইডিশ সাহিত্য বহির্বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ুক এই আমরা চাই।' এ প্রসঙ্গে তিনি সুইডিশ লেখক সংঘের ভূমিকার প্রসংশা করেন। সম্প্রতি লেখক সংঘের ১০ সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল ভারতের ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় যোগদান করেন। সুইডিশ একাডেমি প্রতিনিধি হেলেনার বক্তব্যের সূত্র ধরেই সুইডিশ লেখক সংঘের একমাত্র বাঙালি সদস্য লিয়াকত হোসেন বলেন, 'সংঘের বার্ষিক রিপোর্টে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয়, মতবিনিময়, শুভেচ্ছা বিনিময় উপলক্ষে লেখক সংঘের প্রতিনিধি, কবি-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন দেশে গিয়েছেন এবং অন্যান্য দেশ থেকেও কবি-সাহিত্যিকরা লেখক সংঘের আমন্ত্রণে যেমন ভারতের কবি লক্ষ্মীশ্রী ব্যানার্জী, ঘানার সাহিত্যিক মেসহাক অসারে, আকোস অফরিনি মেশাহ, প্যালেস্টাইন থেকে আবু আসাদ, ইরান, লিথুয়েন, কলম্বিয়ার কবি-সাহিত্যিকরা সুইডেন ভ্রমণ করেছেন। সাহিত্যাঙ্গনকে সমুজ্জ্বল করার জন্য বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাববিনিময়ের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। বাংলার বা বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয় এবং যোগাযোগ অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বাংলা একদিকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ ভাষা, অপরদিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় বাংলা ভাষার অবদান কম নয়। ১৯১৩ সালে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এর পরও বাংলার কবিদের সঙ্গে সুইডিশ লেখক সংঘের বা সুইডিশ একাডেমির যোগাযোগ থাকবে না, এটা ভাবাই যায় না। আমার মনে হয় বাংলা বা বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও ভাববিনিময় উপলক্ষে সুইডিশ লেখক সংঘ এবং সুইডিশ একাডেমির উচিত বাংলাদেশের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানানো।

লিয়াকত হোসেন, সুইডেন, liakathossain@yahoo.com

প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ
সুইডেন থেকে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙালির কাগজ
মাসিক
প্রজন্ম একাত্তর
দেশ প্রবাসের নবীন, প্রবীণ ও বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।
সকল প্রবাসীর এ পত্রিকাকে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন- যে কেউ লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।
১টি সংখ্যা ফ্রি পড়ুন, ভালো লাগলে গ্রাহক হোন
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা বাংলাদেশে ডাকযোগে মাত্র ১০০ টাকা।
বহির্বিশ্বে ২০ ইউরো অথবা ২৫ মার্কিন ডলার।
যোগাযোগ :
Editor
Delwar Hossain
Projonmo Ekattor
Box 2029, 191 02 Sollentuna, Sweden
Tel. & Fax : (+ 46)-(0)8-6231439
e-mail : delwar.h@spray.se
ঢাকা অফিস :
3/3-B, Purana Paltan (1st Floor), Soleman Court,
Dhaka-1000, Bangladesh. Tel : 9563340, 8155271
Fax : 880-2-9140225 e-mail: [illegible]@yahoo.com

টো | কি | ও

টোকিও থেকে কিউটো

জাপানে এসেছি প্রায় তিন বছর। কিন্তু পড়াশুনা ও কাজের ব্যস্ততার কারণে কোথাও যেতে পারছি না। এরই মধ্যে ভ্রমণের সুযোগ এসে গেল মে মাসের প্রথম সপ্তাহে। তাই কোনো দিকে চিন্তা না করে ভ্রমণে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেললাম। জাপানে ভ্রমণ খুবই ব্যয়বহুল, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকে বেড়াতে যান না। যদিও কিছুটা যাবার ইচ্ছা, তবে প্রথমে টোকিও থেকে ওসাকা যাবো ঠিক করলাম। সস্তায় প্লেনে যাওয়া যায় কিন্তু বেশি দাম দিয়ে শিনকানসেনের টিকেট কাটলাম। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেনে চড়ার স্বপ্নটাও এবার পূরণ করার আশা। সবাই বুলেট ট্রেন নামে চেনে, জাপানি ভাষায় শিনকানসেন যার নাম।

৩ মে সকাল ৮.১০ মিনিটে টোকিও স্টেশন থেকে বুলেট ট্রেনে চড়লাম। প্লাটফর্ম দেখলে মনে হবে কোনো বিমানবন্দরে আছি। আগেই বলেছি, আপাতত আমার গন্তব্য ওসাকা। ট্রেন যখন চলতে আরম্ভ করলো তখনকার মনের অবস্থা লিখে বোঝানো সম্ভব না। কারণ সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। ট্রেনের ভেতরে মনে হবে প্লেনের মধ্যে বসে আছি। যদিও বাংলাদেশ বিমানের সিট ও অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা চলে না। কারণ বিমানের চেয়ে সবকিছুই কয়েক গুণ উন্নতমানের। যখন ট্রেন ঘণ্টায় ২৫০ কি.মি. বেগে চলতে শুরু করলো, তখন জানালার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে শুধু দেখা যায় দ্রুত সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ট্রেন যখন শিজুওকা কেনে প্রবেশ করলো তখন একদিকে উঁচু উঁচু পাহাড় (যার মধ্যে পৃথিবীখ্যাত সুপ্ত আগ্নেয়গিরি ফুজিও আছে), অন্যদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি। পূর্বনির্ধারিত সময়ে ওসাকা পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে আমার শ্রদ্ধেয় স্যার মোঃ মনির উদ্দিনের বাসায়। স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের জাপানি ভাষার শিক্ষক। বর্তমানে জাপান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ওসাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত। থাকেন সরকারি বাসায় স্ত্রী ও দুই মেয়েসহ। দুপুরে খাবার পর স্যারের সঙ্গে আলাপ করে ঠিক করলাম, ঐ দিন যেহেতু সময় কম তাই বিকেলটা শুধু ওসাকাতে ঘুরবো। তাই আমি ও স্যারের পরিবারের সবাই মিলে স্যারের গাড়িতে ওসাকা পোর্টসংলগ্ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাছের একুরিয়াম দেখতে গেলাম। সেখানে প্রায়, পৃথিবীর সব মহাসাগর ও সাগরের মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর দেখা মিললো, যা ছিল এক কথায় অনন্য।

রাতে স্যারের বাসায় অবস্থান এবং পরদিন খুব সকালে ইউনিভারসাল স্টুডিও জাপান দেখতে গেলাম। এটা আমেরিকার ইউনিভারসাল স্টুডিওর স্টাইলে আমেরিকানরাই করেছে জাপানের ওসাকা শহরে। এটা দেখে মনে হলো, যদি না আসতাম এখানে তবে জাপানে থাকাটাই বৃথা যেত। রাতে স্যারের বাসায় অবস্থান এবং স্যার ও তার স্ত্রীর তৈরি বিভিন্ন মুখরোচক বাঙালি খাবার খাওয়া ও তাদের সঙ্গে গল্প করা। এর মধ্যে স্যার জানালেন, পরদিন তার পরিবারের সবাই মিলে আমার সঙ্গে কিওটো যাবেন বেড়াতে। খুব সকালে স্যার ও তার পরিবারের সবাই এবং আমি স্যারের গাড়ি করে কিওটোর উদ্দেশে রওনা হলাম। ওসাকা থেকে কিওটোর দূরত্ব ৪০ কি.মি। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা কিওটো পৌঁছে গেলাম। কিওটো শহরে পৌঁছে মনে হলো, সুন্দর ছিমছাম সাজানো একটা শহর। রাস্তাগুলো সব সোজাসুজি। কোনো আঁকাবাঁকা রাস্তা নেই বললেই চলে। প্রথমে আমরা কিনকাকুজি দেখতে গেলাম। সেটা ছিল একদিন স্বপ্ন, তা আমার চোখের সামনে ভাবতেই আমি ভাষা হারিয়ে ফেললাম। সম্পূর্ণ সোনালি অংশগুলো স্বর্ণের তৈরি এই ওতেরা বা মন্দির, যার অবস্থান একটা পুকুরের ভেতর, পাশেই পাহাড় এবং প্রচুর গাছপালা ঘেরা। পর্যটকদের জন্য বিশ্রাম ও খাবার জায়গা। গাড়ি পার্কিংসহ খুবই সুন্দর ব্যবস্থা। আর নিরাপত্তা, সেটা না হয় নাই বললাম। কারণ এতো দিনের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয় পুরো জাপানটাই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। এখানে ২৪ ঘণ্টা ভয়শূন্য মনে যেকোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়া যায়। কিওটোর আরো দুটি সুন্দর ওতেরা হেইয়াং জিং এবং কিওমিজুডেরা দেখে আমরা ওসাকার উদ্দেশে রওনা হলাম।

ওসাকার ইউনিভারসাল স্টুডিও

সন্ধ্যার কিছু আগে স্যারের বাসায় পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে এবং রাতের খাবার খেয়ে, স্যার ও তার পরিবারের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম টোকিও ফেরার উদ্দেশে। রাতে আবার বুলেট ট্রেনে টোকিও ফিরে এলাম। আর নিয়ে এলাম একরাশ অদ্ভুত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশে থাকাকালীনও সময় পেলে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতাম। এর মধ্যে কক্সবাজার সি-বিচ, কাপ্তাই লেক, ফয়'স লেক, রাঙ্গামাটি, সিলেটের মাধবকুন্ড ও জাফলং দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার তা হলো, শুধু সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকলেই হবে না, সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, পর্যটকদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা, সর্বোপরি খুব ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে দেশীয় লোকজনই ওসব জায়গায় যাবে না। বিদেশীদের যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্ণধার ও আমাদের চিন্তা করার অবকাশ আছে কি না, সবাইকে সে ব্যাপারে ভেবে দেখা উচিত।

সানাউল হক, E-mail : kabi5674@yahoo.com

HALAL ONLINE SHOP Tukina Internaional FOOD

জাপান বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি
বিকাশের ধারায়

TUKINA INTERNATIONAL

হালাল ফুড বিশেষ মূল্যহ্রাস ঘোষণা করছে প্রকৃত বাংলাদেশী মাছ সর্বনিম্ন ৬৯০ ইয়েন, মাংস ৮০০ ইয়েন এছাড়া স্পাইস মিষ্টি চানাচুর মুড়িসহ সকল হালাল ফুড সামগ্রী মূল্য হ্রাস করছে।

টেলিফোন অথবা ফ্যাক্স অথবা অনলাইনে আমাদেরকে অর্ডার দিন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তাকিউবিনের মাধ্যমে আপনার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্যসামগ্রী পৌঁছাব।

TUKINA INTERNATIONAL
3-36-30 Nakajujo
Yamaichi Mansion-102
Tel : 03-5993-2590
090-4624-6115, Fax - 03-3908-8588

www.tukina.com